

প্রথমবারের মতো জাহাজে হিমায়িত চিংড়ি সরাসরি ইউরোপে রফতানি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

সমুদ্র থেকে আহরিত চিংড়ি ও মাছ আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে অনবোর্ড বা জাহাজেই ব্লক ফ্রোজেন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে সরাসরি ইউরোপের বাজারে রফতানি শুরু করেছে বাংলাদেশ। এজন্য সম্প্রতি চট্টগ্রামের পাঁচটি জাহাজকে অনুমোদন দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এর অংশ হিসেবে গত ১৮ অক্টোবর দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রায় সাড়ে আট টন চিংড়ি 'এফভি যৌথ উদ্যম' নামের জাহাজে প্রক্রিয়াজাত শেষে হিমায়িত করে বেলজিয়ামে পাঠিয়েছে র্যাংকন সি ফিশিং লিমিটেড। এ চালানের বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৬৭ হাজার ডলার।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি রফতানিতে একসময় বাংলাদেশের নামডাক থাকলেও আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ ও দেশের মৎস্য খাতে বিভিন্ন জটিলতার কারণে এক দশক ধরে তা কমতে শুরু করে। ফলে কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে পিছিয়ে পড়ে বাজার হারাতে থাকেন রফতানিকারকরা। তবে সম্প্রতি ইউরোপের বাজারে সরাসরি হিমায়িত চিংড়ি রফতানির সুযোগ এ খাতে নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে।

চট্টগ্রাম মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের তথ্যমতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর বাজারে সরাসরি মাছ

রফতানির জন্য বাংলাদেশের নয়টি বাণিজ্যিক জাহাজ আবেদন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইসহ সব প্রক্রিয়া শেষে প্রথম দফায় পাঁচটি জাহাজকে অনুমোদন দেয়া হয়। এগুলো হলো এফভি সি স্টার, এফটি ডিপি সি ১ ও ডিপি সি ২, এফভি যৌথ উদ্যম এবং এফভি এসআরএল ৩। অনুমোদন প্রাপ্তির পরপরই র্যাংকন গ্রুপের 'এফভি যৌথ উদ্যম' নামের জাহাজে আহরিত চিংড়ি বেলজিয়ামের উদ্দেশে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, অনবোর্ড ব্লক ফ্রোজেন প্রক্রিয়ার প্রথমে সমুদ্র থেকে চিংড়ি আহরণের পর স্বেঞ্জলোর মাথা ফেলে ও খোসা ছাড়িয়ে বরফ দিয়ে প্যাকেটজাত করা হয়। এ জন্য বিভিন্ন প্রজাতি অনুযায়ী আলাদা করা হয়। এরপর আকার অনুসারে থ্রেডিং করার পর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এ সময় কোনো ধরনের ধাতুর উপস্থিতি পাওয়া গেলে স্বেঞ্জলোকে বাদ দেয়া হয়। এরপর বাছাইকৃত চিংড়ি কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেবিলে মেটাল স্ক্যানার ও লাক্স মিটার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। মান যাচাইয়ের সবগুলো ধাপ শেষে উৎকৃষ্ট চিংড়িগুলোকে ৮০০ গ্রাম ওজনের আইস ব্লক বানিয়ে -১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফ্রিজারে সংরক্ষণ করা হয়। পরে সমুদ্র থেকে জাহাজ সমতলে ফিরে এলে

কোল্ডস্টোরেজে আবারো -১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হয়। পরে ব্লকগুলোকে প্রথমে ছোট ছোট প্যাকেটে ঢুকিয়ে মাস্টার প্যাকেটে সংরক্ষণ করা হয়। সবশেষে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কনটেইনারে করে সমুদ্রপথে রফতানি করা হয়।

র্যাংকন সি ফিশিং লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর শাহরিয়ার রিমন বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের এফভি উদ্যম জাহাজে আহরিত টাইগার চিংড়ি প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ বেলজিয়ামে রফতানি করেছে। এর আগে এশিয়ার দেশগুলোয় এভাবে পাঠানো হতো।' তবে এশিয়ার তুলনায় ইউরোপের বাজারে বেশি দাম পাওয়া যায় বলেও জানান তিনি।

চট্টগ্রামের মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফারহানা লাভলী বণিক বার্তাকে বলেন, 'দেশের অর্ধশতাধিক জাহাজের মাধ্যমে আহরিত ব্লক ফ্রোজেন চিংড়ি ও মাছ জাপানে রফতানি করা হয়। তবে এশিয়ার বাজারে এর দাম তুলনামূলক কম। এ কারণে প্রথমবারের মতো ইউরোপের বাজারে রফতানির জন্য পাঁচটি জাহাজকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। আরো দুটি জাহাজের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব জাহাজে আহরিত মাছ বা চিংড়ি ইউরোপীয় মান অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত করে সরাসরি ইউরোপের বাজারে রফতানি করা যাবে।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর বাজারে সরাসরি
মাছ রফতানির জন্য বাংলাদেশের নয়টি বাণিজ্যিক
জাহাজ আবেদন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-
বাছাইসহ সব প্রক্রিয়া শেষে প্রথম দফায় পাঁচটি
জাহাজকে অনুমোদন দেয়া হয়



সম্প্রতি ইউরোপে রফতানির অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান ডিপি সি ফিশারিজ লিমিটেডের পরিচালক শওকত আলী চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'আগে চিংড়ি বা সাদা মাছ জাপান, চায়না, থাইল্যান্ড কিংবা কোরিয়ার মতো দেশে রফতানি হতো। সম্প্রতি এসব জাহাজে আরো বিনিয়োগ করে আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইউরোপের বাজারে মাছ রফতানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'

এশিয়ার তুলনায় ইউরোপের বাজার অনেক বড় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আগে যদি বছরে ৩০ লাখ মিলিয়ন ডলারের মাছ রফতানি করতাম, এখন সেই একই মাছ ইউরোপের বাজারে ৫০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা যাবে। এজন্য আমরা এখন ক্রেতার সন্ধান করছি। এমনকি

বিভিন্ন দেশের ক্রেতাভেদে দাম সংগ্রহ করা হচ্ছে।' সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইউরোপের বাজারে সরাসরি চিংড়ি বা মাছ রফতানির জন্য বিভিন্ন নিয়মকানুন মানতে হয়। কিন্তু অনেক সময় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বিভিন্ন রকম কারসাজির আশ্রয় নেয়। ফলে রফতানি আদেশ বাতিলের মতো ঘটনাও ঘটে। এক্ষেত্রে অনবোর্ড ব্লক ফ্রোজেন পদ্ধতির মাধ্যমে ইউরোপের ক্রেতাদের সহজে আকৃষ্ট করা যায়।



08 NOV 2025

German exports to US rebound after tariff-driven declines

FRANKFURT, Germany, Nov 7 (AFP): German exports to the United States rebounded in September after months of decline following the introduction of US tariffs, helping drive a bigger-than-expected rise in overall shipments, official data showed on Friday.

Exports of German products to the world's top economy were up almost 12 percent from a month earlier, according to preliminary data from federal statistics agency Destatis. This followed five straight months of falls, although Germany's exports to the United States -- its biggest trade partner in 2024 -- remained well below the level seen in September last year. Germany's total exports rose 1.4 percent in September

to 131.1 billion euros (\$151 billion), higher than a 0.5-percent increase forecast by analysts at financial data firm FactSet, Destatis said. It was the first rise since June. Friday's data showed that "German exports are not falling off a cliff", said ING bank economist Carsten Brzeski.

"However, half a year after US President Trump's 'Liberation Day', German exports have still not fully recovered."

Trump's sweeping tariffs have hit Europe's long-struggling top economy hard because its firms ship a huge quantity of goods to the United States, from cars to factory equipment and pharmaceuticals.

Exports to China meanwhile

dropped 2.2 percent in September, Destatis said. This reflects weaker demand for German goods in the key market due to China's own economic problems, as well as local rivals increasingly competing with German manufacturers.

Most imports to Germany came from China in September, with Chinese shipments up more than six percent compared to August. The world's number-two economy has been redirecting its exports to non-US markets in recent months in response to higher US tariffs. Germany's total imports rose 3.1 percent in September from the previous month to 115.9 billion euros. The trade surplus narrowed to 15.3 billion euros.



China's exports fall for first time in eight months

BEIJING, Nov 7 (AFP): China's exports fell in October for the first time in eight months, official data showed Friday, as trade tensions flared in the weeks before Chinese President Xi Jinping met US counterpart Donald Trump.

Shipments dropped 1.1 percent year on year, missing a Bloomberg forecast of a 2.9 percent rise.

Imports in the same month rose 1.0 percent, China's General Administration of Customs said. That was well off September's reading and short of the 2.7 percent climb estimated in the Bloomberg forecast. China and the United States reached a detente in their trade war after Xi and Trump met in South Korea at the end of October.

That put a precarious pause on months of tit-for-tat measures between the economic and technological powerhouses as the leaders agreed to suspend a raft of measures for a year.

Beijing last month announced fresh restrictions on exports of rare earth technologies, a sector it dominates and is critical to defence and auto manufacturers.

Trump retaliated by threatening an additional 100 percent tariff on Chinese goods.

However, that warning was called off after Xi and Trump met last month in South Korea, with the US leader calling their first encounter since 2019 a "great success".

Washington halved a blanket tariff on Chinese goods to 10 percent, while Beijing loosened restrictions on rare earth exports of rare earths, also providing relief to European businesses. China also lifted extra tariffs on US agricultural products including soybeans, critical to American farmers who are a key part of Trump's base.

China's imports from the United States fell 11.6 percent month-on-month in October, the customs data showed, while its shipments in the other direction rose 1.8 percent.

Chinese exporters had been "frontloading their trade in order to avoid high tariffs in the US", Zhiwei Zhang, economist at Pinpoint Asset Management, said in a note.

The country's shipments to the US jumped 8.6 percent in September from August after falling 11.8 percent on-month from July.



Bangladesh shrimp exports set for rebound with first on-board frozen shipment to Europe

TURNAROUND FOR COUNTRY'S FROZEN SHRIMP INDUSTRY



FIRST ON-BOARD FROZEN BLOCK EXPORT TO EUROPE

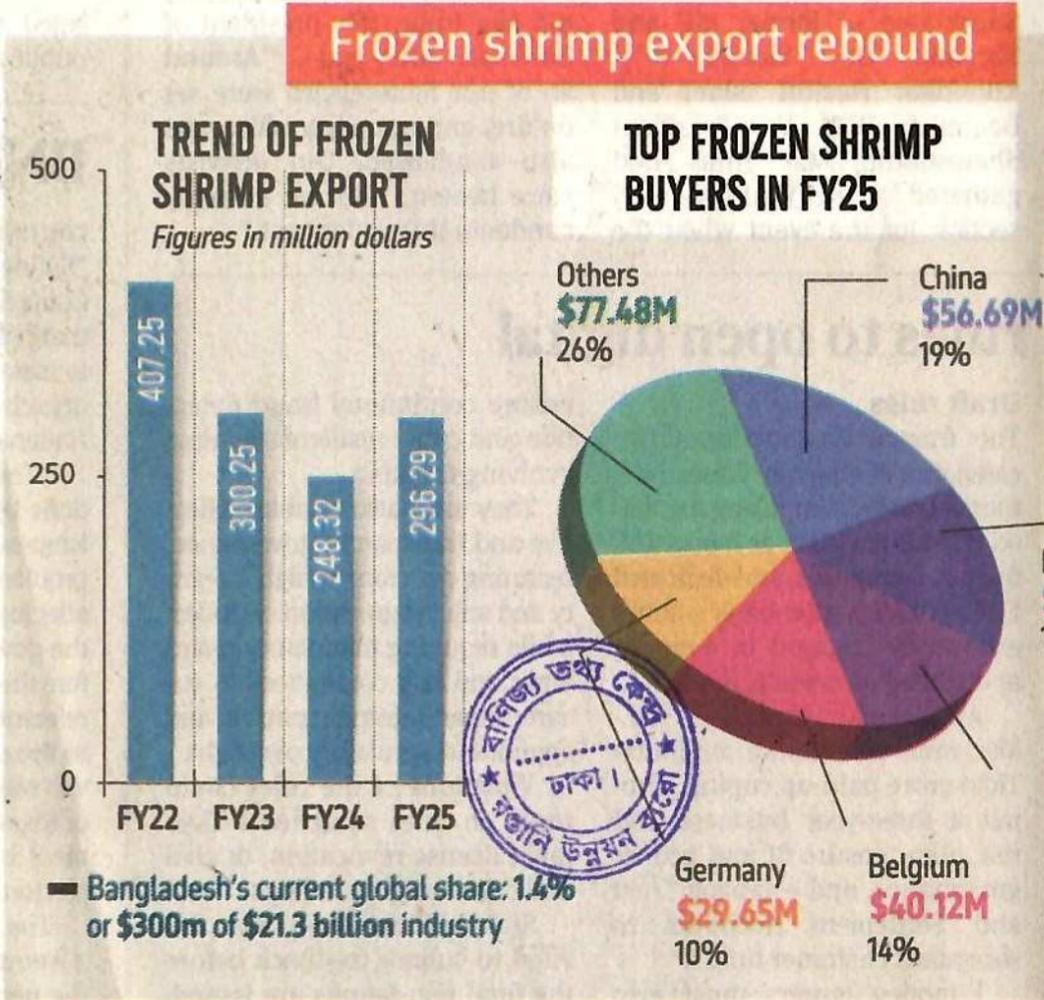
- ▶ 8.5 tonnes of on-board block frozen shrimp shipped to Belgium
- ▶ On-board process: Shrimp sorted, graded, and frozen immediately at sea at -18°C
- ▶ Ocean Tiger shrimp worth \$167,000 shipped by Rancon Sea Fishing

EU CERTIFICATION TIMELINE

- ▶ Process began in Dec 2023
-  Certification achieved in Feb 2025
- ▶ First shipment in Oct 2025

FIVE VESSELS CERTIFIED

- FV Sea Star
- FV Joutha Uddam (Rancon)
- FV SRL-3 (Sea Resource Group)
- Deep Sea-1 and Deep Sea-3 (Deep Sea Fishing Ltd)



Source: Export Promotion Bureau, Department of Fisheries

EXPORT - BANGLADESH

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

After years of decline, Bangladesh's frozen shrimp industry has now found a reason for optimism. For the first time, the country has exported on-board block frozen Ocean Tiger shrimp to Europe – a development that exporters and officials say could mark the beginning of a long-awaited rebound for the sector.

processed aboard the company's deep-sea vessel FV Joutha Uddam.

"This shipment isn't just a business transaction; it's a breakthrough," said Tanvir Shahriar Rimon, chief executive officer of Rancon Sea Fishing Division. "As we have shipped our first container, we believe we can explore this new market with precision, quality, and contribute more to the nation's export earnings."

What makes on-board block

"After the shrimps are brought in for sorting, grading or beheading, and washing, lux meters are first used to ensure optimal illumination, making the sorting and grading process more vigilant and precise. "Each batch is then checked at sea using hand-held metal detectors to remove any contaminants. After that, the shrimp are processed into blocks of different sizes – 800 grams, 1.5 kilograms, and 2 kilograms – and stored at minus 18 degrees Celsius in the vessel's cold storage. Once

and each batch undergoes final scanning to confirm it is free of contaminants. "Our vessels are ISO- and HACCP-certified, and we strictly follow European Union quality guidelines," Rimon said. "Our crews are regularly trained in handling, hygiene, and onboard processing to maintain these standards."

and each batch undergoes final scanning to confirm it is free of contaminants.

"Our vessels are ISO- and HACCP-certified, and we strictly follow European Union quality guidelines," Rimon said. "Our crews are regularly trained in handling, hygiene, and onboard processing to maintain these standards."

Road to EU certification

For decades, Bangladesh exported block frozen shrimp mainly to Japan, but not to



Certification
achieved in
Feb 2025

► First shipment in Oct 2025

- FV Sea Star
- FV Joutha Uddam (Rancon)
- FV SRL-3 (Sea Resource Group)
- Deep Sea-1 and Deep Sea-3 (Deep Sea Fishing Ltd)



— Bangladesh's current global share: 1.4%
or \$300m of \$21.3 billion industry



Germany
\$29.65M
10%

Belgium
\$40.12M
14%

UK
\$44.96M
15%

EXPORT - BANGLADESH

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

After years of decline, Bangladesh's frozen shrimp industry has now found a reason for optimism. For the first time, the country has exported on-board block frozen Ocean Tiger shrimp to Europe – a development that exporters and officials say could mark the beginning of a long-awaited rebound for the sector.

On 18 October 2025, a consignment of 8.5 tonnes of block frozen Ocean Tiger shrimp, valued at \$167,000, was shipped to Belgium by Rancon Sea Fishing Ltd, one of Bangladesh's leading industrial fishing companies. The shrimp were caught and

processed aboard the company's deep-sea vessel FV Joutha Uddam.

"This shipment isn't just a business transaction; it's a breakthrough," said Tanvir Shahriar Rimon, chief executive officer of Rancon Sea Fishing Division. "As we have shipped our first container, we believe we can explore this new market with precision, quality, and contribute more to the nation's export earnings."

What makes on-board block freezing different

Unlike conventional frozen shrimp, which are processed in land-based factories after being unloaded from vessels, on-board block frozen shrimp are processed and frozen immediately after being caught at sea.

"After the shrimps are brought in for sorting, grading or beheading, and washing, lux meters are first used to ensure optimal illumination, making the sorting and grading process more vigilant and precise.

"Each batch is then checked at sea using hand-held metal detectors to remove any contaminants. After that, the shrimp are processed into blocks of different sizes – 800 grams, 1.5 kilograms, and 2 kilograms – and stored at minus 18 degrees Celsius in the vessel's cold storage. Once brought ashore, the blocks are again kept at minus 18 degrees Celsius in shore-based cold storage," Rimon explained.

He added that health certificates are obtained from the Fish Inspection and Quality Control (FIQC) office before shipment,

and each batch undergoes final scanning to confirm it is free of contaminants.

"Our vessels are ISO- and HACCP-certified, and we strictly follow European Union quality guidelines," Rimon said. "Our crews are regularly trained in handling, hygiene, and onboard processing to maintain these standards."

Road to EU certification

For decades, Bangladesh exported block frozen shrimp mainly to Japan, but not to Europe. While the country has long been exporting land-processed shrimp to the European market, on-board block frozen shrimp, processed and frozen directly on fishing vessels, had not been approved for export to the

SEE PAGE 4 COL 3

EU until certification was granted earlier this year. This changed after coordinated efforts by the FIQC, Marine Fisheries Department (MFD), and Export Promotion Bureau (EPB).

In December 2023, an inspection mission from the EU Food Safety Authority visited selected vessels to assess compliance with European hygiene and processing regulations. Following months of evaluation, the EU certified five vessels in February 2025, allowing them to export on-board block frozen seafood to Europe.

The approved vessels include FV Sea Star and FV Joutha Uddam of Rancon Sea Fishing Division, FV SRL-3 of Sea Resource Group, and Deep Sea-1 and Deep Sea-3 of Deep Sea Fishing Ltd.

"The EU has officially listed these vessels on its website," said FIQC Deputy Director Farhana Lovely, adding that certification for more vessels is underway. "Two from SRL Fishing and one from Rancon are under review. We expect their approval soon," she said.

Glimmer of hope

Bangladesh once ranked among the world's leading shrimp exporters, earn-

ing over \$450 million in FY2016-17. But disease outbreaks, non-compliance with global standards, and competition from farmed vannamei shrimp caused exports to fall sharply – to \$248 million in FY2023-24, the lowest in a decade.

The following year, shipments recovered slightly to \$296 million, driven by diversification efforts.

"The European entry is a crucial step toward recovery," Farhana said. "Our dependency on Japan as the only block frozen market meant exporters had limited room to negotiate prices. Europe's demand for premium-grade products should improve margins."

Rising costs, shrinking catches

Despite modest export growth, industrial fishing remains under pressure from rising costs and declining marine resources.

"Fuel costs have gone up nearly 60% in five years," Rimon said. "At the same time, overfishing, pollution, and illegal trawling in shallow waters have reduced marine shrimp and fish catch by around 21% last year."

"Some vessels barely recover their fuel costs from their catch," he added.

Enam Chowdhury, president of the

Bangladesh Marine Fisheries Association, shared the concern and stressed the importance of the government's 8% export incentive, which he said is "vital for the industry's survival."

He noted that the subsidy is set to be reduced to 5% in January 2026 and fully withdrawn by the end of November 2026 as part of Bangladesh's LDC graduation. "We've urged the government to continue support in some alternative form even after the subsidy phase-out," he said.

Bangladesh in global shrimp trade

According to the Observatory of Economic Complexity (OEC), global trade in frozen shrimp and prawns was worth \$21.3 billion in 2023. Bangladesh's \$300 million export volume gives it about 1.4% of the global market.

In the last fiscal year, the country's top shrimp export destinations were China with \$56.7 million, Netherlands \$47.4 million, United Kingdom \$45 million, Belgium \$40.1 million, Germany \$29.6 million, United States \$20.8 million, France \$18.5 million, Japan \$11.3 million, Portugal

\$8 million, and Spain with \$6.5 million, as per data from the Fisheries department, citing EPB.

Bangladesh primarily exports individual quick frozen (IQF), semi-IQF, peeled un-deveined (PUD), peeled and deveined (P&D), and semi-cooked shrimp products to Europe, while block frozen shrimp exports had until now been limited to Japan and China.

"This is the first shipment of block frozen shrimp to Europe, and it's a big step forward," said Rimon. "This time, we exported the Ocean Tiger species, which accounts for only about 30% of our catch. The rest comprises brown, white, flower tiger, and red shrimp – mostly brown."

"If we can export brown block frozen shrimp to the EU market, that would be a major achievement. Diversifying those exports will be our next goal," he added. Rimon said, "We are now in talks with potential buyers in other EU countries, aiming to expand Bangladesh's presence in the European market with on board frozen shrimp & fish."

"Our focus remains on maintaining the highest standards of quality, traceability, and sustainability as we grow," he added.

08 NOV 2025

4 companies to invest \$111m in Bepza EZ

INVESTMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

The Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza) has signed land lease agreements with four companies to establish footwear, leather processing, testing services, and garment accessories industries in the Bepza Economic Zone (Bepza EZ) at Mirsharai, Chattogram, representing a total proposed investment of \$111.26 million.

The agreements were signed yesterday at the Bepza Complex in Dhaka.

Md Ashraful Kabir, member (investment promotion), signed the agreements on behalf of Bepza, while the companies were represented by their respective executives. Bepza Executive Chairman Maj Gen Mohammad Moazzem Hossain witnessed the ceremony as chief guest.

Representatives of the four companies — including Tai Ma Shoes Chairman Liao Weijun, Songshin Leather General Manager Zhang Guangxin, Annray Holding General Manager Hu Xinlin, and Wraptox Industries Managing Director Md Morshed Khan — signed for their respective firms.

Congratulating the investors, the Chairman thanked them for choosing Bepza EZ and reaffirmed the authority's commitment to smooth operations. He urged prompt commencement of construction and encouraged peers, particularly in electronics, to consider investing in Bangladesh.

Kabir also invited Chinese investors to explore upcoming EPZs in Jashore and Patuakhali. Three of the companies are fully foreign-owned—China, Singapore, and a China-Singapore joint venture—while one is Bangladeshi-owned. The new ventures will create employment for 7,607 Bangladeshi nationals.

Tai Ma Shoes (BD) Co Ltd, a Chinese company, will invest \$55.05 million to establish a footwear manufacturing facility producing seven million pairs of formal and casual shoes annually, generating 5,900 jobs.

Bangladesh Songshin Leather Co Ltd, a Singaporean company, will invest \$25.03 million in a leather processing factory producing 36 million square feet of finished leather per year and employing 480 nationals.

Annray Holding (BD) Co Ltd, a China-Singapore joint venture, will invest \$20.03 million to launch a service-oriented testing laboratory for raw materials and finished products, employing 770 staff.

Wraptox Industries Ltd, a Bangladeshi company, will invest \$11.15 million to manufacture garment accessories such as labels, tags, tapes, and printing and packaging materials, producing 20,000 metric tons annually and creating 457 jobs.

